খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 12 • 15 December 2016 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

অগ্রহায়ণের শেষ প্রান্তে আমরা, নতুন ফসল ওঠার সময় এখন। নতুন চাল আর গুড়ের পায়েস, নানান কেক আর পেস্ট্রির সম্ভার। মেলা, সার্কাস মিলিয়ে একটা উৎসবের মেজাজ। বাতাসে হিমেল স্পর্শ। নিঃসন্দেহে আদর্শ পিকনিকের সময় এটা।

ইতিমধ্যেই অ্যালমনির পিকনিকের দিন ও স্থান সহ সকল জ্ঞাতব্য বিষয় 'খেয়া'র পাতায় ঘোষিত হয়েছে। আশা করি প্রাক্তনীরা তাদের সহাধ্যায়ী ও পরিবারবর্গকে নিয়ে অনেক সংখ্যায় পিকনিকে অংশ নিয়ে তাকে সার্থক করে তুলবেন।

অনেক মাথা এক জায়গায় জড়ো হলে শুধু যে আনন্দ হয় তা কিন্তু নয়। বিদ্যালয়কে কেন্দ্রে রেখে অনেক গঠনমূলক ভাবনারও জন্ম হতে পারে। একথা সকল প্রাক্তনীদেরই মাথায় রাখতে হবে। ১৮, ১৯, ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসব সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

পিকনিক আর পুনর্মিলন নিয়ে যারা আগ্রহী, তারা অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে বুধবার রাত ৮টা অথবা রবিবার সকাল ১১টায় এসে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন।

অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। প্রাক্তনীদের কাছ থেকে গঠনমূলক ভাবনা-চিন্তা গ্রহণ করবার জন্য আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

পরিশেষে প্রাক্তনীদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, 'খেয়া'কে ভাসমান রাখতে তাদের সাহিত্য-শিল্প বিজ্ঞান ও খেলাধূলা বিষয়ক রচনার প্রয়োজন। প্রাক্তনীরা উল্লিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রচনা পাঠান।

পিকনিক

৮ জানুয়ারি২০১৭ মধ্যমগ্রামে, ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডসের বাগানবাড়িতে এবারের পিকনিক।

প্রাক্তনীরা সত্বর যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করুন।

পুরানো সেই দিনের কথা

১৮, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসব। প্রত্যেক প্রাক্তনীর জীবনেই পুনর্মিলন উৎসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

বিদ্যালয় প্রত্যেকের জীবনে মায়ের মতন। মায়ের স্নেহাঞ্চলে, শাসনে আর ভালোবাসায় আমরা একটু একটু করে বড় হয়ে উঠি।

বিদ্যালয়কে ঘিরে আমাদের ছোটবড় কতনা স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। বিদ্যালয় প্রত্যেক ছাত্রকে সাহিত্য-সংস্কৃতি, বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

সকল প্রাক্তনীরা এই পুনর্মিলন উৎসবকে কেন্দ্র করে সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে বহুদিন বাদে মিলিত হয়ে যেমন খুশি হয়ে উঠতে পারেন তেমনি বিদ্যালয়ের কোনো গঠনমূলক কল্যাণকর্মে নিজেকে খানিকটা কাজেও লাগাতে পারেন।

সমস্ত বিষয় বিশদে জানাতে প্রাক্তনীরা অ্যাসোসিয়েশনে সত্বর যোগাযোগ করুন।

দু-দিনের এই পুনর্মিলন উৎসবে প্রথম দিনটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট আর দ্বিতীয় দিনে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা।

কবিতা পাঠের আসর

অ্যালমনি অ্যসোসিয়েশনের পরিচালনায় আগামী ১৪ জানুয়ারি, শনিবার সন্ধে ৬টায় একটি কবিতা পাঠের আসরের আয়োজন করা হয়েছে। এই কবিতা পাঠ সভায়, আগ্রহী, প্রাক্তনী কবিরা অংশ নিতে পারেন। উৎসাহীরা ৯৮৩১১৬৮৫১৭ এই মোবাইল নম্বরে সুকমল ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

এই কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত থাকার জন্য সকল প্রাক্তনীদের সাদর আমন্ত্রণ রইলো।

এই সংখ্যাটি শ্রী অশোক নাথ ১৯৬৪-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শোভনলাল সরকার ঃ স্বল্প সময়ের তিন শিক্ষক

ডঃ দিলীপকুমার সিংহ, ১৯৫৩

জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনে, প্রাতঃ ও দিবা বিভাগদ্বয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির দুবছর পরে চালু হল। এক বছর পূর্বে এসে গেছেন বেশ কিছু নতুন মাষ্টারমশায়। নাম কালীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দীর্ঘকায়, সাধারণভাবে স্বল্পবাক, সংস্কৃত ছাড়াও মাঝে মাঝে বাংলা পড়াতেন এই ক্লাসে। তাঁর পড়ানোর বৈশিষ্ট্য সে সময়ে বোঝা গেল। সংস্কৃত শব্দের পরিধি ও ব্যবহার, আর সে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপনা সহজেই আয়ত্তে এসে যেত। সংস্কৃত পাঠান্তরের উচ্চারণ, বঙ্গার্থ, পরে বিকল্প সংস্কৃত শব্দ ও ব্যবহার যে শ্রেণীকক্ষে হতে পারে, তা বোঝা যেত। শব্দরূপ, ধাতুরূপ স্বল্প হলেও, অভিনবত্বের কিছুটা মালুম হত। একটা দুঃখের কথা স্মরণে এসে যায়। শ্রেণীকক্ষে পুরোপুরি নৈঃশব্দ না চাইলেও, পিছনের বেঞ্চে একদিন কয়েকজনকে গল্প করতে দেখেছিলেন; অস্বাভাবিকভাবে, ক্লাসের ডাস্টারটি সেদিকে ছুঁড়ে দিলেন, মাথায় লাগল একজনের, রক্ত বেরোল -- উনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন; এসে গেলেন যুগ্ম প্রধান শিক্ষক প্রফুল্লকুমার সরকার; ঘটনাকে সামলানো গেল। মনে পড়ে যায় -- সে ক্লাস ফিরে গেল, এক নিষ্প্রভতায়। কালীকিঙ্করবাবুকে আর বিদ্যালয়ে দেখা গেল না। প্রায় সপ্তম শ্রেণীর সমাপ্তির দিক থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিতের ছাত্র হিসেবে, সহপাঠীর আত্মীয়সূত্রের মাধ্যমে। মনে পড়ছে না, উত্তর কলকাতার কোনো একটা প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে পড়াতেন এবং বোধহয় সেন্ট্রাল কলেজে পার্টটাইম অধ্যাপক হিসেবে।

তৃতীয় জন শোভনলাল সরকার, অষ্টমশ্রেণী ১৯৫০ সালে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে। দেখলেই, কৃষ্ণবর্ণ হলেও চোখে মুখে যে শাণিত, তা বোঝা গেল। ইতিহাস ক্লাসে একজন করে ক্লাস নিয়ে যাচ্ছিলেন। এমনকি প্রধান শিক্ষকমহাশয় উপেন্দ্রনাথ দত্ত। শোভনবাবু এলেন, পাঠ্যপুস্তকের নাম জেনে নিলেন। কোন অংশ শেষ পড়ানো হয়েছে, তা জেনে নিলেন। এরপরে আধাগল্পচ্ছলে পড়াতে আরম্ভ করলেন। প্রথম ক্লাসে একেবারে বিরাজ করল নৈঃশব্দ। ইতিহাসে রাজরাজড়া, সাম্রাজ্য, দখল, পরম্পরা ইত্যাদি বর্ণনায় পেশ করার যে এমন মুগ্ধতায় যেতে পারে, তা বোঝা গেল। মানচিত্র, সেদিকের প্রয়োজনীয়তা সব কিছুরই মালুম পাওয়া গেল। আরও পাওয়া গেল ইতিহাস চর্চায় সাহিত্যের আচ্ছাদন। কোর্স সম্পূর্ণ করে অষ্টম শ্রেণীর শেষ মাসে চলে গেলেন গবেষণার কাজে। পরে দেখা গেল ওঁর অধ্যাপক প্রতুল চন্দ্র গুপ্তের বাড়ীতে; অধ্যাপক গুপ্ত তখন ছিলেন যাদবপুরের ইতিহাসের অধ্যাপক ও বোধহয় কার্যকালীন উপাচার্য। অধ্যাপক গুপ্ত, শোভনবাবু আমার মাষ্টারমশায় শুনে আনন্দিত হলেন ও উনিই জানালেন, শোভনলাল এখন আনন্দবাজারের প্রকাশনায় সংযুক্ত এক পদে। দু'তিন বছর দেখা হয়েছে। মনে হয় শোভনবাবু যেন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে/কলেজে অধ্যাপনায় থাকতে পারেন; কিন্তু জড়িয়ে পড়লেন জ্ঞান সামগ্রিকতার আবেষ্টনীতে।

শেষ করি এক প্রাক্তনী হিসেবে, এইসব শিক্ষকদের থেকে তালিম দেওয়া এক অসাধারণত্বের ঠাঁই নেবে স্মৃতিচারণে। সেদিনের আগাম বার্তা কেমন যেন মিলেই গিয়েছিল --- বিশেষ করে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, পরবর্তী কর্ম-আঙিনায় তাঁদের নানা আঙ্গিকের প্রতিষ্ঠায়। মনে রাখ ভাল, প্রত্যেকে সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন।

চলে গেলেন রজত সেন

গত মঙ্গলবার ৬ ডিসেম্বর চলে গেলেন রজত সেন। স্কুলের ১৯৫৬ ব্যাচের ছাত্র। অ্যালমনির সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা, ১৫ তেকে ১৭ সালের পরিচালন সমিতিতে ছিলেন। সময়-অসময় অ্যালমনির পাশে থেকেছেন।

আমরা মর্মান্তিক দুঃখিত...

রজতদার প্রয়াণে মর্মাহত অ্যাসোসিয়েশনের জন্ম লগ্ন থেকেই জড়িত সরস তীক্ষ্ণ কথায়, কী পিকনিকে, কী AGM-এ কী নিজস্ব চলভাষে, রজতদাকে মনে পড়ছে। হারাচ্ছি অনেক কিছুই, অনেকজনকে...

— দেবপ্রসন্ন সিংহ,৬৭

রজত-এর সঙ্গে অ্যালমনির সূত্রে বেশি করে যোগাযোগ। সবসময় হাসিমুখ, মজার মজার কথা — দীর্ঘদিনের বন্ধুর চলে যাওয়া ব্যক্তিগত দুঃখের, ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতি হয়ে গেল। খুবই খারাপ লাগছে। ওঁর স্ত্রী দ্রুত আরোগ্যলাভ করুন এখন এই প্রার্থনা।

— সহপাঠী, তুষারকান্তি তালুকদার

Classmate & close friend. Used to meet him often in Golf Green and he was so warm every time. Mat him on my last visit to Kolkata early November.

— সহপাঠী, সমীক ব্যানার্জী

কৃতি হকি খেলোয়াড় রাধাগোবিন্দ বসু

স্বপন রায়চৌধুরী, ১৯৫৩

জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশনের সামনে ৬/২ ফার্ন রোডে ১১০ বছরের পুরনো বাড়িটি হকি খেলোয়াড় রাধাগোবিন্দ বসুর পৈতৃক বাড়ি। শৈশবেই পিতৃহারা রাধাগোবিন্দ প্রথম আর্থিক অনটনের মধ্যেও পড়াশুনা চালিয়ে যান।

রাধাগোবিন্দ ও তাঁর দাদা প্রহ্লাদ বসুর কাছে তখন মায়ের স্নেহ ও ভালবাসা ছিল একমাত্র সম্বল। কিন্তু খেলা ছেড়ে তারা কখনই থাকেননি। কখন ফুটবল কখনবা হকি খেলা -- জগদ্বন্ধু স্কুলের মাঠে বি ওয়াই এম এর মাঠে বা বিবেকানন্দ পার্কে।

ময়দানে হকি খেলায় তাঁর প্রথম আবির্ভাব বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট হকি টিমে।

পরবর্তী সময়ে অরোরা ক্লাব, উয়াড়ি ক্লাবে যোগদান।

কলকাতার প্রথম ডিভিশন হকি লীগ বেটন কাপ ও অন্যান্য টুর্নামেন্টে খেলা প্রধানত এরিয়ান্স, বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব ও মালদা স্পোটিং ক্লাবে।

দীর্ঘ আট বছর কৃতিত্বের সঙ্গে হকি খেলার পর বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় বিভিন্ন হকি প্রতিযোগিতার রেজিস্টার্ড আম্পায়ার নিযুক্ত হন।

১৯৬৮ সালে হকিতে কলকাতা ইউনির্ভাসিটি ব্লু পদক প্রাপ্ত হন।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হকিটিমের ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেল হকি টিমে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব আয়োজিত হকি ট্রেনিং সেন্টারে লেসলী ক্লাডিয়াম রোটা সিং, ডি কে ঘোষের সঙ্গে ট্রেনিং এ সহায়তা করেন। তৎকালীন সময়ে তিনি অনেক কৃতি খেলোয়াড়ের সংস্পর্শে আসেন।

বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড় ডি কে ঘোষ (নান্টুদা) সমর মুখার্জী, জেনিংন্স, সুশান্ত দে, জয়ন্ত দেব, বাসু রায়চৌধুরী, ভানু রায়চৌধুরী, গোবিন্দ প্রমুখের সঙ্গে খেলেছেন। তিনি ১৯৬৫ সালে ধ্যানচাঁদ হকি ট্রেনিং যা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য আয়োজিত হয়েছিল তাতে নির্বাচিত হন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফুড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। অবসরকালীন সময়ে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পদে বৃত ছিলেন।

১৯৬৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর চারুচন্দ্র কলেজ থেকে বি এস সি পাশ করেন।

রাধাগোবিন্দ বসুর জীবনে যতই ঝড় আসুক, খেলাধূলাই যেন তাঁর প্রাণ ছিল। একথা তাঁর জীবনযুদ্ধে পরিস্ফুট। বিদ্যালয়ের শতবর্ষে ডাক না পাওয়ায় দুঃখিত। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, জগদ্বন্ধুর ছেলেরা আবার হকি খেলুক, তাদের জন্য সে নিজেকে উজাড় করে দিতে যায়।

শতবর্ষে সমর সেন

সুকমল ঘোষ, ১৯৬৯

১৯১৬ সালের ১০ অক্টোবর সমর সেন কলকাতার বাগবাজারের বিশ্বকোষ লেনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদু ছিলেন দীনেশ চন্দ্র সেন, বাবা অরুণ চন্দ্র সেন ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক।

এক মননশীল পরিবারের সন্তান তিনি, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে সবার থেকেই ভিন্ন পথে হেঁটেছেন তিনি। নিজেকে নিয়ে খুব বেশি হৈ চৈ করা তাঁর আদর্শ বহির্ভূত বিষয় ছিল, তাই ১৯৮৭ সালের ২৩ আগস্ট ক্যালকাটা হসপিটালে যখন তাঁর প্রয়াণ ঘটে তখন তাঁর ইচ্ছানুসারেই তাঁর শেষ যাত্রায় অল্পসংখ্যক মানুষ ছিলেন। তিনি আপোষকামী কখনোই ছিলেন না। সব সময় ছিলেন স্পষ্টবাদী। শান্তিনিকেতনে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে কয়েকবার গিয়ে এমন সব ঠোঁট কাটা মন্তব্য করেছিলেন যাতে রবীন্দ্রনাথের বিরাগভাজন হয়েছিলেন।

সমর সেনের তিনটি পরিচয় প্রথমত কবি দ্বিতীয়ত সাংবাদিক ও তৃতীয়ত অনুবাদক। সব ক্ষেত্রেই তিনি আপোষহীন।

১৯৫৪ সালে কলকাতার সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। সমর সেনের কবিতা শীর্ষক গ্রন্থটি। এর আগে কয়েকটি কবিতা (১৯৩৭) গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৪০) নানা কথা (১৯৪২) ও তিন পুরুষ (১৯৪৪) এই চারটি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

অল্প বয়সে বুদ্ধদেব বসুর 'শাপভ্রষ্ট' কবিতার অনুবাদ পড়ে সমর সেনের ইংরেজী ভাষার ওপর অসামান্য দখলের পরিচয় পেয়ে বুদ্ধদেব বসু চমকিত হয়েছিলেন। সমর সেনের কবিতায় বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের কথা যেমন আছে তেমনি তিনি এই আশ্বাসও ব্যক্ত করেছিলেন, দিন এনে দিন খাওয়া মানুষেরা পৃথিবীতে আলোর আকাল গঙ্গা একদিন নামিয়ে আনবেই তবু জানি কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে 'তবু জানি জটিল অন্ধকারে একদিন জীর্ণ হবে ভস্ম হবে আকাল গঙ্গা আবার পৃথিবীর নামবে'। তিনি এখানেই যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক ও টি এস এলিয়টের সমমনস্ক।

রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন তাঁর কবিতায় গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে।

আবার যেন তাকে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, Now ও Frontier এর সাংবাদিক হিসেবেই মনে না রেখে এই শতবর্ষে তাঁর কবিতাগুলি একটু পড়ে দেখি।

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

ন্যায়নীতির সুউচ্চ মার্গের অধিপতি যুধিষ্ঠিরের কি করে জুয়ার bait ধরার মতো ব্যাপারে এতো ঝোঁক থাকে এবং একবার সর্বস্ব খুইয়েও আবারও তিনি দ্বিতীয়বার খেলতে রাজি হয়ে যান কী করে — এখানে বসেই টান টান মহাভারতের কাহিনী যেন কথা না খুঁজে পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। আর ধৃতরাষ্ট্রর মদতে যতোই এই অন্যায় দ্যূতক্রীড়া অনুমোদন পাক, সেই খেলা দেখার জন্য কী করে ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-বিদূরের মতো জ্ঞান বৃদ্ধরা হাঁ করে বসে রইলেন, তারও সদ্-উত্তর নেই কোথাও। যুধিষ্ঠিরের ওই মুদ্রা-রাজ্য-ভাই-বউ bait ধরার ক্রমশ অধঃপতনের সময় একবারও তাঁদের interupt করতে দেখা গেল না। বস্ত্রহরণের আগে কুরুবৃদ্ধরা কেউ কেউ ন্যায়-দর্শন আওড়ালেও, বস্ত্রহরণের background যখন ঘনিয়ে উঠছে, তখন তাঁদের কাঁচা বুনোটে হালে পানি পেয়ে নায়ক হয়ে উঠলেন, আপাত পার্শ্বচরিত্র শকুনি। ভাগ্নের সঙ্গে জোড়ি হলেও এক্ষেত্রে তিনি নেপথ্য নায়ক যেন। যেন কোথাও 'পার্থসারথী' কৃষ্ণকে counter করছেন এইক্ষেত্রে দুর্যোধনের master gambler শকুনি!

আর অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাগ্নে দুর্যোধনের ব্যক্তিত্বের কাছে মামা শকুনি নেহাতই কূট-পরামর্শদাতা হিসাবে কর্ণ-দুঃশাসনদের সঙ্গে প্লুরাল হয়ে গেছেন। একমাত্র এই দ্যূৎ-পর্বেই মামা-ভাগ্নের একাঙ্ক পার্টনারশিপ গেমে সব স্পটলাইটটা তাঁর উপরই এসে পড়ছে। এসে পড়ছে কারণ। আপাতভাবে খাটো ব্যক্তিত্বের মানুষ হলেও এই একটা movement এই যুধিষ্ঠির থেকে শুরু করে সকল পাণ্ডবরা, ভীষ্ম থেকে শুরু করে অন্যান্য কুরুবৃদ্ধরা সব কেমন ব্যক্তিত্বহীন বেকুব বনে গেছেন! শকুনির এই অক্ষক্রীড়া জয়ের মধ্যে খেলোয়াড় সুলভ মুন্সীয়ানা নিশ্চয়ই সেই; আছে পরীক্ষার হলে চিটিং করার মতো সস্তার অপরাধ-দক্ষতা — কিন্তু এই performanceটাই বস্ত্রহরণের মতো বহুল আলোচিত ঘটনা হয়ে উঠল, যখন মহাভারতের সকল উচ্চকোটীর ব্যক্তিত্বরা সবাই এক সঙ্গে হঠাৎ নির্বাক ও সত্ত্বাশূন্য হয়ে গেলেন... সেই ফাঁক গলেই দুর্যোধন-শকুনির মামা-ভাগ্নে সম্পর্কটা পুরাণের পাতার স্বর্ণাক্ষরে রঞ্জিত হয়ে গেল।

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

পুনর্মিলন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ২০১১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত-স্নাতক (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট), ২০১৩ তে এম. এ. আর বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই গবেষণারত শিল্পী সায়নি পালিত এ বছরের পুনর্মিলন উৎসবের প্রধান আকর্ষণ। ২০ বছরের শিক্ষাগুরু পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী ও পরবর্তীতে পদ্মবিভূষণ গিরিজা দেবীর একান্ত শিষ্য নিজেকে কেবল উচ্চমার্গের সংগীতে আবদ্ধ না রেখে সংগীতের বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজস্ব একটা অবস্থান তৈরি করে নিয়েছেন এই অল্প দিনেই।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত এই শিল্পী ইতিমধ্যেই যে সম্ভাবনার আলো জ্বালিয়েছেন তার বিচ্ছুরণের ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিয়ে রসজ্ঞরা একেবারেই নিঃসন্দেহ। আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শনিবার সন্ধ্যায় অবন মহলে এই উজ্জ্বল প্রতিভার সাক্ষাতের ও সাক্ষী হওয়ার সুযোগ পাবেন আপনারা সকলে - আমরা যুগপত গর্বিত ও আনন্দিত।

বিশেষ অনুরোধ ঃ এই দিন সন্ধ্যা ৬টায় অবন মহলে এসে আসন গ্রহণ করুন।

(ক্রমশ)

facebook -এ status- দেওয়া বা twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী ?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন ঃ ৮৯৮১৭৫২১০০

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019.
Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.